তীব্র শৈত্যপ্রবাহে বোরো ধানের বীজতলা পরিচর্যা

বাংলাদেশে বোরো ধান উৎপাদনে বীজতলা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় বোরো ধানের বীজতলার পরিচর্যা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, বিশেষ করে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে যেখানে শীতকালে তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নেমে যায়। সাধারণত ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি মাসে বোরো ধানের বীজতলা তৈরি করা হয়। এ সময় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শৈত্যপ্রবাহ ও অতিরিক্ত ঠাণ্ডা দেখা দেয়। অতিরিক্ত ঠাণ্ডা ও কুয়াশার কারণে বোরো ধানের বীজ অংকুরোদগম ব্যাহত হয়, চারা দুর্বল হয় এবং নানা রোগের আক্রমণের ঝুঁকি বেড়ে যায়। তাই শৈত্যপ্রবাহের ক্ষতি এড়াতে বীজতলার সঠিক পরিচর্যা অবলম্বন করে ফসলের উৎপাদনশীলতা রক্ষা করা সম্ভব।

অতিরিক্ত ঠাণ্ডার প্রভাব

অতিরিক্ত ঠাণ্ডা ও কুয়াশা বোরো ধানের বীজতলায় নিম্নলিখিত সমস্যা সৃষ্টি করে-

- বীজ দেরিতে বা অসমভাবে গজায়
- চারা হলদে ও দুর্বল হয়ে পড়ে
- চারার বৃদ্ধি ব্যাহত হয়
- চারায় পোড়া রোগ ও ছত্রাকজনিত রোগের আক্রমণ বাড়ে
- পরবর্তীতে মূল জমিতে রোপণের পর ফলন কমে যেতে পারে।

এসব সমস্যা এড়াতে সময়মতো সঠিক পরিচর্যা প্রয়োজন।

বীজতলা তৈরির সময় করণীয়

১. উঁচু ও রোদযুক্ত জমি নির্বাচন
- বীজতলার জমি আশপাশের জমির তুলনায় একটু উঁচু হতে হবে।
- সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ভালো রোদ পড়ে এমন স্থান বেছে নিতে হবে।

২. সুস্থ ও মানসম্পন্ন বীজ ব্যবহার
- অনুমোদিত জাতের সুস্থ, পরিষ্কার ও রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার করতে হবে।
- বীজ বপনের আগে লবণ পানিতে ভাসিয়ে খারাপ বীজ বাদ দিতে হবে।

৩. বীজ শোধন করুন
- ছত্রাক ও বীজবাহিত রোগ থেকে রক্ষার জন্য বীজ শোধন অত্যন্ত জরুরি।
- প্রতি লিটার পানিতে নির্ধারিত কার্বেন্ডাজিম গ্রুপের যেকোনো ছত্রাকনাশক প্রতি কেজি বীজের জন্য ৩ গ্রাম হারে শোধনকারী ওষুধ ব্যবহার করতে হবে।

শারীরতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা

- অতিরিক্ত ঠাণ্ডার সময় বীজতলা স্বচ্ছ পলিথিন দিয়ে বিকেল ৩টা থেকে সকাল ১০টা পর্যন্ত ঢেকে রাখতে হবে, তবে খেয়াল রাখতে হবে পলিথিন যেন চারার পাতাকে স্পর্শ না করে।
- প্রতিদিন সকালে চারার ওপর জমাকৃত শিশির ঝরিয়ে দিতে হবে এবং এতে চারা ভালোভাবে বেড়ে উঠবে।
- তাপমাত্রা কমে যাওয়ায় বীজতলায় রাতের বেলায় (৩-৫ সেমি.) পর্যাপ্ত পানি ধরে রাখতে হবে যাতে চারাগাছ অতিরিক্ত ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা পায়। পরদিন সকালে আবার পানি বের করে দিয়ে নতুন করে পানি দিতে হবে। রাতের তাপমাত্রা বৃদ্ধি না পাওয়া পর্যন্ত এভাবে পর্যায়ক্রমে পানি ধরে রাখতে হবে।

- রোপণের পূর্বে চারাগাছ ৪-৫ দিন পলিথিন সরিয়ে স্বাভাবিক পরিবেশে খাপখাইয়ে নিতে হবে।
- অতিরিক্ত ঠাণ্ডার সময় চারা রোপণ না করাই উত্তম এবং রোপণের জন্য কমপক্ষে ৩৫-৪০ দিনের চারা ব্যবহার করতে হবে। এ বয়সের চারা রোপণ করলে শীতে চারার মৃত্যু হার কমবে, চারা সতেজ থাকবে ও ফলন বেশি হবে।

সার ব্যবস্থাপনা

- নিম্ন তাপমাত্রা চলাকালীন চারার বৃদ্ধি যাতে ব্যাহত না হয় এজন্য বীজতলার জমিতে প্রতি শতাংশে ২০ কেজি জৈবসার, ২৮০ গ্রাম এমওপি, ২৮০ গ্রাম টিএসপি ও ২৮০ গ্রাম ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে।
- অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় চারা গাছ হলুদ হয়ে গেলে শতাংশ প্রতি অতিরিক্ত ২৮০ গ্রাম ইউরিয়া সার উপরিপ্রয়োগ করতে হবে।
- এ অবস্থায় যদি গাছ সবুজ না হয় তবে প্রতি শতাংশে ৪০০ গ্রাম জিপসাম সার উপরিপ্রয়োগ করতে হবে।
- এছাড়া থিওভিট (Thiovit) ২-৩ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

সেচ ব্যবস্থাপনা

- বীজতলা কোনোভাবেই শুকানো যাবে না। বীজতলায় সবসময় ৩-৫ সেমি. পানি ধরে রাখতে হবে।
- পানির উচ্চ আপেক্ষিক তাপমাত্রার ফলে সহজে ঠাণ্ডা হয় না, যা চারার গোড়ার দিকে মাটির তাপমাত্রা ধরে রাখতে সাহায্য করে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় বীজতলায় সেচ দিতে হবে।
- গভীর বা হস্তচালিত নলকূপের পানি ব্যবহার করা যেতে পারে, যা তুলনামূলক গরম থাকে এবং মাটির তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।
- বীজতলার অতিরিক্ত পানি সকালে বের করে দিয়ে আবার সন্ধ্যায় নতুন পানি দিতে হবে।

পোকামাকড় ব্যবস্থাপনা

- চারা অবস্থায় থ্রিপস পোকা অথবা সারের ঘাটতিজনিত কারণে ধানের চারা হলুদ হয়ে যায়।
- থ্রিপসের আক্রমণ হয়েছে কি না দেখার জন্য ডান হাতের তালু পানি দিয়ে ভিজিয়ে চারার ওপর পাতায় ডান থেকে বামে দুইবার ঘুরাতে হবে। অতঃপর হাতের তালুতে ছোট ছোট কালো রঙের থ্রিপস পোকার উপস্থিতি পেলে ব্যবস্থা নিতে হবে।
- এ ক্ষেত্রে পোকা দমনে বীজতলায় ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে অথবা ম্যালাথিয়ন গ্রুপের ওষুধ ফাইফানন ২৫ ইসি অথবা আইসোপ্রোকার্ব গ্রুপের মিপসিন/সপসিন ৭৫ এসপি অথবা কার্বারিল গ্রুপের সেভিন ৮৫ এসপি নামক যেকোনো একটি বালাইনাশক অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সার প্রয়োগ করলে কোন বালাইনাশক দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

রোগবালাই ব্যবস্থাপনা

- ঠাণ্ডা আবহাওয়ার কারণে বীজতলায় চারা পোড়া রোগ (Seedling Blight) দেখা দিতে পারে। আক্রান্ত চারা, শিকড় এবং চারার নিচের অংশ বাদামি রঙের হয়। অনেক সময় চারার গোড়ায় সাদা ছত্রাক দেখা যায়। আক্রান্ত চারার বৃদ্ধি কমে যায় এবং ধীরে ধীরে হলুদ হয়ে পাতা শুকিয়ে চারাগুলো মারা যায়।

- বীজতলায় এ রোগ দেখা দিলে রোগের প্রাথমিক অবস্থায় এমিস্টারটপ (এজোক্সিস্ট্রবিন+ডাইফেনোকোনাজল গ্রুপ) অথবা সেল্টিমা (পাইরাক্লোস্ট্রোবিন গ্রুপ) নামক ছত্রাকনাশক অনুমোদিত মাত্রায় (৩ মিলি ওষুধ/লিটার পানি) ভালোভাবে স্প্রে করে চারা ও মাটি ভিজিয়ে দিতে হবে এবং স্প্রে'র পানি না শুকানোর আগ পর্যন্ত বীজতলায় সেচ দেয়া যাবে না। সাধারণত শুকনা মাটিতে এ রোগটি বেশি হয়, সেজন্য বীজতলায় পরিমাণমতো সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। ঠাণ্ডার সময় প্রতিনিয়ত বিকেল ৩টা থেকে পরের দিন সকাল ১০টা পর্যন্ত পলিথিন দিয়ে বীজতলা ঢেকে রাখতে হবে। তীব্র শৈত্যপ্রবাহের সময় দিনের বেলাতেও বীজতলা ঢেকে রাখতে হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে যে, পলিথিনের সাথে চারার পাতা যেন স্পর্শ না করে।

বোরো ধানের ভালো ফলনের জন্য শক্ত ও সুস্থ চারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অতিরিক্ত ঠাণ্ডা ও শৈত্যপ্রবাহের সময় সঠিকভাবে বীজতলার পরিচর্যা করলে চারার ক্ষতি কম হয় এবং পরবর্তীতে ভালো ফলন পাওয়া সম্ভব। তাই কৃষক ভাইয়েরা ওপরের পরামর্শগুলো অনুসরণ করে সময়মতো বীজতলার যত্ন নিলে বোরো ধান চাষ হবে লাভজনক।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য উপসহকারী কৃষি অফিসার বা উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করুন। তাছাড়া কৃষিবিষয়ক তথ্য পেতে যেকোনো মোবাইল অপারেটর থেকে কৃষি কল সেন্টারে **১৬১২৩** নম্বরে ফোন করুন।

কৃষি তথ্য সার্ভিস

মুদ্রণসংখ্যা: ২০ হাজার কপি/ জানুয়ারি,২০২৬